

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সওজের ই-জিপি কার্যক্রম

কাজী সাঈদা মমতাজ
কমপিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট, সওজ

ই-জিপি সিস্টেমটি সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (পিই) ক্রয়কাজ সম্পাদনের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এটি একমাত্র ওয়েব পোর্টাল, যার মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ ওয়েব ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ক্রয়সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে। বিশ্বব্যাপকের সহায়তায় বাস্তবায়নধীন 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২'-এর আওতায় ই-জিপি সিস্টেম সিপিটিইউতে স্থাপিত ডাটা সেন্টারে হোস্ট করা হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ই-জিপি ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করতে পারে। ই-জিপি ক্রমাগত সরকারের সব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হবে। ফলে এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দরদাতাদের অবাধ অংশ নেয়ার সমসুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ায় এই পদ্ধতিতে সরকার আশ্রয়ী।

ই-জিপি অর্থাৎ ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাংলাদেশে সড়ক ও জনপথ অধিদফতর, এলজিইডি, বিআরইবি, বিডব্লিউডিবিএস চারটি প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদফতর ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে আস্থান করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরে মোট বরাদ্দের ৮৮ শতাংশ দরপত্র ই-জিপি পোর্টালে আস্থান করা হয়। ৫০ কোটি টাকার ওপরে দরপত্র ই-জিপি পোর্টালে আস্থান করা হলে সওজের দরপত্রের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। চলতি অর্থবছরে মোট ৩৪২৯টি দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে আস্থান করা হয়, যার কন্ট্রাক্ট ভ্যালু ৫০৭৬ কোটি টাকা। ই-জিপি পোর্টালে গিয়ে ই-টেন্ডারে ক্লিক করে অ্যাডভান্সড সার্চে ক্লিক করে কতগুলো দরপত্র NOA দেয়া হয়েছে, কোন কোন টেন্ডার বাতিল হয়েছে এবং কোনটি রি-টেন্ডার হবে তা জানতে পারবেন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৪২৯টি টেন্ডার আস্থান করা হয়েছে এবং ২৫২৩টি অ্যাওয়ার্ডেড, ৪৩টি ক্যানসেল্ড, দুটি পুনঃদরপত্র, ১৪টি বাতিল হয়েছে।

উক্ত সংখ্যাকে যদি এভাবে দেখি যে, শতকরা কতগুলো দরপত্র বাতিল হলো বা কতগুলো রি-টেন্ডার হবে, তবে তা ছকের মাধ্যমে দেখতে পারি। আমরা ছক দেখে খুব সহজেই বলতে পারি শতকরা কত শতাংশ দরপত্র Cancel/Re-tender/Reject হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেসব দরপত্র cancel হয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য। এখানে বিডারদের তথ্যও আছে। সড়ক ও জনপথ অধিদফতরে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সব দরপত্র ই-টেন্ডার করা হয়।

ই-জিপি কেন দরকার

০১. দরপত্র প্রথমই Annual Procurement Plan (APP) হিসেবে ওয়েব পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা



হয়। এটি দেখে ঠিকাদার ঠিক করবেন, তিনি এই দরপত্রে অংশ নেবেন কি না। যদি নেন তবে সে প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাবেন।

০২. দরপত্রগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। যেকোনো অংশ নিতে পারবেন।

০৩. স্বচ্ছতা বিদ্যমান।

০৪. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

০৫. স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা।

০৬. সময় ও অর্থ সাশ্রয়।

ই-জিপি পোর্টালের কারণেই আমরা একনজরে যেকোনো তথ্য যেকোনোভাবেই পেতে পারি, আর এটিই ই-জিপির সুফল। এই তথ্যগুলো কখনই সাধারণ মানুষ জানতে পারতেন না, যা ই-জিপির কল্যাণে জানতে পারছেন।

যেকোনো দরপত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানতে Procurement Nature-এর ওপর ক্লিক করলে Details Notice দেখতে পাবেন এবং সেই অনুযায়ী ঠিকাদার দরপত্রে অংশ নিতে পারবেন। আবার যদি জানতে চান এ বছর কী কী দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে আস্থান করা হবে, তবে Home Page এবং Annual Procurement Plan-এ ক্লিক করলে দেখা যাবে কোন কোন সময় কী কী দরপত্র কোন কোন সংস্থা আস্থান করবে এবং সেই অনুযায়ী ঠিকাদার প্রস্তুতি নিতে পারবেন। আবার ই-জিপি কী তা জানতে Home Page-এ About e-GP-তে ক্লিক করতে হবে। কোন কোন ব্যাংক ই-জিপিতে এনলিস্টেড তা জানতে

Home Page Reports-এ ক্লিক করতে হবে এবং তখন রেজিস্টার্ড ব্যাংকের তালিকা পাওয়া যাবে এবং ব্রাউজের ওপর ক্লিক করলে ওই ব্যাংকের রেজিস্টার্ড ব্যাংকের তালিকা ঠিকানা সহ পাওয়া যাবে এবং পছন্দমতো ব্যাংক ব্যবহার করা যাবে।

আবার কোন কোন সংস্থার কোন কোন অফিস ই-জিপিতে এনলিস্টেড তা জানতে Home Page Reports-এ ক্লিক করে Registration Details-এর অধীনে রেজিস্টার্ড মিনিমিস্ট্রে ক্লিক করলে জানা যাবে।

আবার ই-কন্ট্রাক্ট কতগুলো হয়েছে, তা জানতে চাইলে e-Contracts→Advanch Serch→Then Select office→Serch-এ ক্লিক করতে হবে। কেউ যদি ই-জিপিতে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন জানতে চান, তাহলে Home Page-এ Registration Flow Chart-এ ক্লিক করে জানতে পারেন এবং বাংলা-ইংরেজি যে মাধ্যমেই জানতে চান, সবই পাওয়া যাবে।

প্রথমবার যখন ঠিকাদার রেজিস্ট্রেশন করবেন, তখন ব্যাংক ৫ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। এরপর প্রতি বছরের জন্য ২ হাজার টাকা দিয়ে নবায়ন করতে হবে। ঠিকাদার Home Page থেকে Annual Procurement Program-এ জানতে পারবেন কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কী কী দরপত্র আস্থান করবে। সাধারণত একজন ঠিকাদার বা যেকোনো যেকোনো দরপত্র ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পারবেন, কিন্তু যেসব ঠিকাদার ব্যাংক টেন্ডার ডকুমেন্ট কেনার টাকা জমা দেবেন তারাই শুধু দরপত্রের ডকুমেন্ট ডাইনলোড করতে পারবেন। Closing date-এর আগের দিন দরপত্র অনলাইনে জমা দেয়া ভালো। কারণ শেষ দিন সার্ভারে সমস্যা হতে পারে, বিদ্যুৎ নাও থাকতে পারে, আবার ইন্টারনেটে সমস্যা হতে পারে। সে জন্য একদিন আগে দরপত্র জমা দেয়া উচিত। অনলাইনে যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় দরপত্র সেভ করা যায়। সবই ঘরে বসে ক্লিক করে জানা যাবে। কোথাও যেতে হবে না। আর এটিই ই-জিপির সুফল।